প্রথম আলো

19 MAY 2012

ঈশা খাঁ ইউনিভার্সিটি ঘিরে নানা অনিয়ম

নেপথ্যে জামায়াতের নেতা-সমর্থক, সামনে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। সংরক্ষিত তহবিলের বিপরীতে ঋণও নেওয়া হয়েছে

সাইফুল হক মোল্লা, কিশোরগঞ্জ ●

ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জন্য কিশোরগঞ্জ শহরের নীলগঞ্জ সড়কে এই ভবনটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে ● ছবি : প্রথম আলো

জামায়াতের নেতাদের নেপথ্যে রেখে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমোদন নিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য দুর্গাদাস ভট্টাচার্য।

বর্তমান সরকারের সময় যে আটটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়, তার একটি পেয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক উপাচার্য। কিশোরগঞ্জে ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নামে অনুমোদন পাওয়া এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। এরই মধ্যে বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছেন দুর্গাদাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়টির একাধিক উদ্যোক্তা।

কিশোরগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান হলেও এর হিসাব খোলা হয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রামের একটি শাখায়। ওই হিসাবে দেড় কোটি টাকার সংরক্ষিত তহবিল স্থায়ী আমানত (এফডিআর) হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই এফডিআরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষের সই নেই। তাঁদের পরিবর্তে সারোয়ার জাহান ও মোছাদ্দেক ভূইয়া সই করেছেন। আবার সারোয়ার ও মোছাদ্দেক এই তহবিলের বিপরীতে এক কোটি ২০ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন।

মোছাদ্দেক কিশোরগঞ্জ জেলা জামায়াতের সাবেক আমির, বর্তমানে জামায়াতের জেলা কমিটির শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক এবং উয়ালি নেওয়াজ খান কলেজের অধ্যাপক।

আর সারোয়ার জাহান চট্টগ্রামে অবস্থিত সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান কোষাধ্যক্ষ। তিনি ঈশা খাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫